শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

ঈশ্বরো বিক্রমী ধন্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ।
অনুত্তমো দুরাধর্ষঃ কৃতজ্ঞঃ কৃতিরাত্মবান্॥২২

শাংকরভাষ্য : সর্বশক্তিমত্তয়া *ঈশ্বরঃ*। বিক্রমঃ শৌর্যম্, তদ্‌যোগাৎ *বিক্রমী*। ধনুরস্যাস্তীতি *ধন্বী* ব্রীহ্যাদিত্বাদিনিপ্রত্যয়ঃ। 'রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্' (গীতা ১০।৩১) ইতি ভগবদ্বচনাৎ।

মেধা বহুগ্রন্থধারণসামর্থ্যম্, সা যস্যাস্তি স *মেধাবী*। 'অস্মায়ামেধাস্রজো বিনিঃ' (পাণিনিসূত্রম্ ৫।২।১২১) ইতি পাণিনিবচনাদ্বিনিপ্রত্যয়ঃ।

বিচক্রমে জগদ্ বিশ্বং তেন *বিক্রমঃ* বিনা গরুড়েন পক্ষিণা ক্রমাদ্বা।

ক্রমণাৎ, ক্রমহেতুত্বাদ্ বা *ক্রমঃ*, 'ক্রান্তে বিষ্ণুম্' (মনু ১২।১২১) ইতি মনুবচনাৎ।

অবিদ্যমান উত্তমো যস্মাৎ সঃ *অনুত্তমঃ*। 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ' (না উ ১২।৩) ইতি শ্রুতেঃ, 'ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ' (গীতা ১১।৪৩) ইতি স্মৃতেশ্চ।

দৈত্যাদিভির্ধর্ষয়িতুং ন শক্যত ইতি *দুরাধর্ষঃ*। প্রাণিনাং পুণ্যাপুণ্যাত্মকং কর্ম কৃতং জানাতীতি *কৃতজ্ঞঃ*। পত্রপুষ্পাদ্যল্পমপি প্রযচ্ছতাং মোক্ষং দদাতীতি বা। পুরুষপ্রযত্নঃ কৃতিঃ ক্রিয়া বা; সর্বাত্মকত্বাত্তদাধারতয়া বা লক্ষ্যতে কৃত্যেতি বা *কৃতিঃ*।

স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ *আত্মবান্*। 'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি' (ছান্দোগ্য ৭।২৪।১) ইতি শ্রুতেঃ॥ ২২॥

ভাবানুবাদ :

নারায়ণ প্রাণস্বরূপ, তিনিই প্রাণেশ। 'প্রাণদঃ' সম্বোধনে বিমোহিত ভীষ্ম প্রাণের অনুবৃত্তি এখানে নিয়ে এসেছেন শক্তির পরিভাষায়। প্রাণ স্বয়ং উর্জা, প্রাণ এবং শক্তি সমার্থক শব্দ। স্বরূপত যিনি প্রাণ, তাঁর শক্তিও অসীম, অচিন্ত্য, অপার। তাই প্রাণপ্রসঙ্গের অনুষঙ্গে এই প্রকরণে পিতামহ স্তুতি করছেন নারায়ণের শক্তির, সামর্থ্যের, বিক্রমের।

পিতামহ নারায়ণকে ডেকেছেন 'ঈশ্বর' নামে, জগৎ যাঁর ঐশ্বর্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সরস ভঙ্গিমায় বলছেন, "এই জীবজগৎ, মনবুদ্ধি, ভক্তিবৈরাগ্যজ্ঞান এসব তাঁর ঐশ্বর্য। যে বাবুর ঘর-দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেল সে বাবু কিসের বাবু। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকত তাহলে কে মানত!" ওই ঐশ্বর্য বা কর্তৃত্বই শক্তির দ্যোতক। ভাষ্যকার বলছেন :